সিনডেরেলা
অমর
চিত্র
কথা
নং ২ ৭৫ পয়সা

ইণ্ডিয়া বুক হাউস, ২৪৯, ডঃ দাদাভাই নওরোজি রোড, বোম্বাই-১ এর পক্ষে এইচ. জি. মিরচান্দানী কর্তৃক প্রকাশিত এবং এ. ভি. পোতনিস্ কর্তৃক শ্রী অফসেট প্রেস, ৭এ, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ত্রিমবক রোড, নাসিক-৫ থেকে মুদ্রিত।

অনুবাদ সংস্করণ আমেরিও পাব্লিশিং করপোরেশানের (নিউ ইয়র্ক) সহযোগিতায়।
পরামর্শদাতা: অনন্ত পাই

অনুবাদক: প্রেমেন্দ্র মিত্র

সিনডেরেলা

অনেক কাল আগের কথা। পরীদের সুন্দরী রানী ঠিক করলেন তাঁর প্রজাপরীরা ছোট ছোট মেয়েদের ধর্ম্ম-মা হয়ে কেমন কাজ করছে দেখবেন। বিশ্রী এক বুড়ীর রূপ ধরে তিনি দেশ ঘুরতে বেরোলেন। একদিন তিনি একটি বাড়িতে এসে থামলেন। সেখানে তিনটি বোন থাকে, সুলা, রিকা আর সিনডেরেলা...

দেখ, দেখ, কি বিশ্রী ডাইনী!
এই, কি চাস তুই?
দয়া করে কিছু খেতে যদি দেন, বড় খিদে পেয়েছে।
ইনি ডাইনী হতে যাবেন কেন। বেচারী গরীব বুড়ী।
সব ভিখিরিকে খেতে দিলে আমাদের খাবার কি থাকবে!
আমরা তবে উপোস করে মরবো। যা, দূর হ!
কোথায় যাচ্ছ সিনডেরেলা?
আমার খাওয়া হয়েছে, একটু ফাঁকায় যেতে চাই।
আধ মিনিটেই ফেরা চাই। সব বাসন তুমি ধোবে।
শোন, চলে যেওনা। এই আমার খাবার নাও।
এই কি তোমার সব খাবার, বাছা?

হ্যাঁ, কিন্তু আমার খিদে নেই। আমি ছোট, তোমার বয়স হয়েছে। তোমার দরকার বেশী।
লক্ষ্মী মেয়ে তোমার নাম কি?
আমার নাম সিন্‌ডেরেলা।
তুমি খুব ভাল মেয়ে। যা করলে তাতে তোমার ভাল হবে।
সিন্‌ডেরেলা, ফিরে এসে বাসন ধোও!
আর ঘর মোছ, সব জুতো সাফ করো! এখ্‌খুনি এস, নইলে এমন সাজা দেবো!
এখখুনি তোমায় সাজা দিতাম। শুধু হাতটা হঠাৎ টনটনিয়ে উঠল, তাই।
কি আশ্চর্য, আমারও তাই। ভাল করে কাজ করো। নইলে সাজা দেবার অন্য উপায় দেখবো।

তারপর কিছু দূরেই পরীদের রানীর সঙ্গে এক শিকারী দলের দেখা...
ঐ ছেলেটি কে? ওর এত দুঃখ কিসের?
উনি আমাদের যুবরাজ।
উনি অনেক দেশ ঘুরে ফিরেছেন। কোথাও মনের মতো কনের দেখা পাননি।
ধন্যবাদ মশাই, আপনাদের কল্যান হোক।
যুবরাজ আর সিনডেরেলার বিয়ে হলে ভারী মানাবে।
স্বপ্নে যুবরাজ দেখলেন একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তিনি নাচছেন।
দেখো, দেখো, যুবরাজ ঘুমিয়ে পড়েছেন।
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছেন। এতদিনে যুবরাজ খুশি।
আমরা পা টিপে টিপে পালাই চল। যুবরাজের ঘুম যেন না ভাঙে!

এতদিনে তাকে পেয়েছি। বৌ রাণী হবার মতো সেই আশ্চর্য মেয়ে!
কিন্তু কে সে? কোথায় থাকে? কেমন করে তাকে পাবো?
সেই দিন আরো পরে পরীদের রাণী তাঁর নিজের রাজ্যের প্রাসাদে ফিরে এলেন।
কো কো, খাতা দেখে বলতো সিনডেরেলার ধর্ম-মা কোন পরী?
সিনডেরেলা, মহরানী এই যে দেখছি . . .
হ্যাঁ, এই যে সিনডেরেলা ... পরী ধর্ম-মা নম্বর ৮১২৭৩৪৬৮৫৪৯৩১২ আর একটা শূন্য"
হ্যাঁ হ্যাঁ, সে বলেছিল বটে একবার যে তার এত কাজ, একা পেরে ওঠেনা। কো কো, ৮১২৭৩৪৬৮৫৪৯৩১২ আর শূন্য নম্বর পরীকে একবার ডাক ত!

দেখা দাও, ধর্ম-মা নম্বর ৮১২৭৩৪৬৮৫৪৯৩১২ আর একটা শুন্য।

আপনি ডেকেছেন আমায় মহারানী ?
হ্যাঁ, তোমার ধর্ম-মেয়ে সিনড্রেলার মতো ভালো মেয়ে আমি কমই দেখেছি। তার বড় দুঃখ, কেন জানো ?

মেয়ে মায়ের আদরে মানুষ হবে ভেবে সিনড্রেলার বাবা আবার বিয়ে করেন। কিন্তু ভুল করে যাকে বিয়ে করেছেন সে অতি খারাপ পাজী। তার দুটো বড় নীচ মেয়েও আছে।
কিন্তু বাড়িতে কি ঘটছে সিনড্রেলার বাবা কি দেখেন না ?

তাঁকে নিজের কাজে প্রায় বাইরে থাকতে হয়। আর সিনড্রেলা এত ভালো যে বাবার মনে দুঃখ দেওয়ার ভয়ে কোনো নালিশ করে না। তার সৎ মার ওপর তার বাবার অগাধ বিশ্বাস। তিনি কিছুই দেখতে পান না।

তাহলে সিনডেরেলার জন্যে আমাদের ত কিছু করতে হবে। শোন, তোমাদের দিয়ে যা করাতে চাই, বলছি।
খুব মজা হবে মনে হচ্ছে!
আমিও যাবো মহারানী ?
বেশ বলেছ কো কো, তুমিও যেতে পারো।
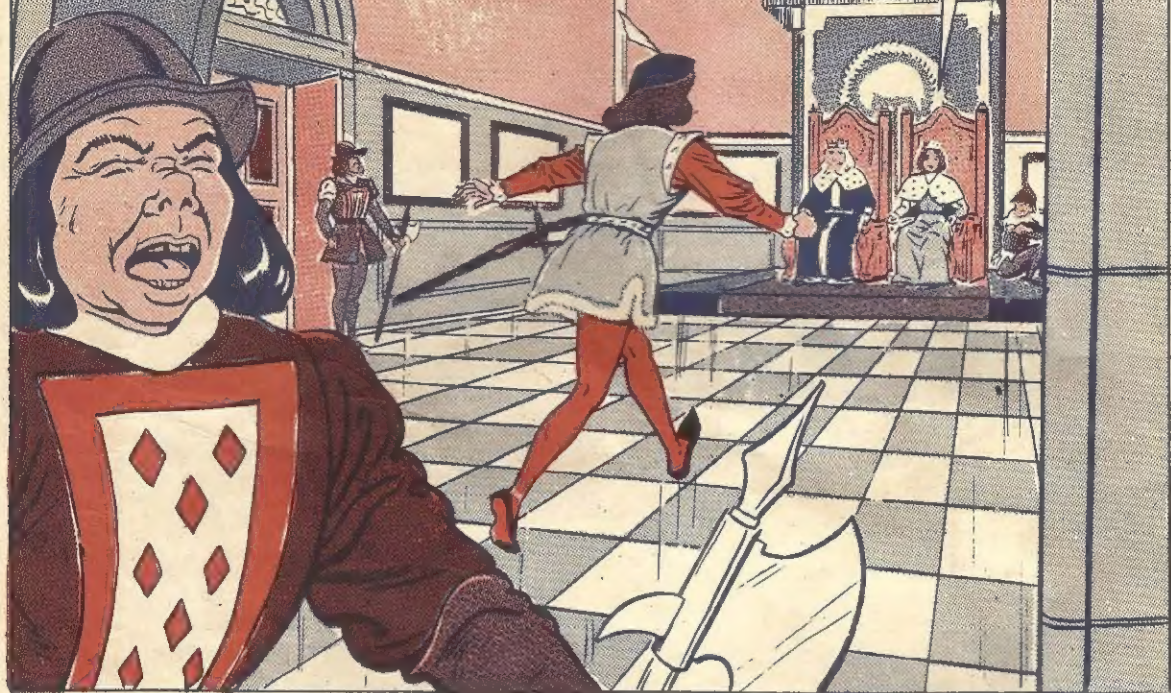
রাজবাড়িতে..
যুবরাজ আসছেন প্রাসাদে!
ওর এত তাড়া কিসের বুঝতে পারছি না।
যে মেয়েকে বিয়ে করবো, তার দেখা পেয়েছি!
চমৎকার, মেয়েটি কে?
কি সুখের কথা, কে সে?
তাত জানিনা!
তুমি জান না? যুবরাজের অসুখ করেছে।
বদ্যি ডাকো, বদ্যি ডাকো
যুবরাজের অসুখ, বদ্যি ডাকো।

তোমরা বুঝতে পারছনা, তাকে নাচের আসরে দেখেছি।
কোনো নাচের আসর ত আমরা বসাই নি। বদ্যি ডাকো, যুবরাজ অসুস্থ।
বদ্যি ডাকো, যুবরাজ অসুস্থ।
আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি। রাজবাড়িতে এক নাচের আসরে নাচছিলে, তার সঙ্গে নেচেছি মনে পড়ছে। সে ভারী সুন্দর, কাছেই থাকে বলে মনে পড়ছে।
সে কে আমরা খুঁজে বার করবো। এক নাচের আসরে রাজ্যের গরীব বড়লোক সব কুমারীদের আসতে বলবো।
খুব ভালো ফন্দি ভেবেছ। সত্যি, তোমার কি বুদ্ধি!

তার পর দিন...

শোন, শোন পরের শনিবার রাজ প্রাসাদে যুবরাজের দেশ ভ্রমণের শেষে ফেরা উপলক্ষে একটি নাচের আসর বসবে। গরীব বড়লোক সব কুমারীদের সে আসরে আসতে ডাকা হচ্ছে। সবাই আসুক, সবাই আসুক।

আমি ডেকে মরছি আর তুমি বসে আয়েস করছ! অকর্মার ধাড়ি, এখুনি বোনেদের কাছে যাও।
তোমরা আমায় ডেকেছ?
আগে আসিস নি কেন? চুপ, এদিকে আয়।
ঐ ত পোষাক এসে গেছে। আমারটার রূপোলী কাজ।
আমারটা সোনার।

সিন্‌ডেরেলো, আমার করসেট আরো টেনে বাঁধ। চুল ঠিক করে দে।
আমাকে সাজা। বোতামে এঁটে দে। জুতোর ফিতে বেঁধে দে
আমার ত দুটো মাত্র হাত!
মুখের ওপর কথা! আমার পরচুলো জলদি আন্‌!
আরো রূপ খুলবে বলে তিন দিন কিছু খাইনি।
সুন্দরী হবার জন্যে আমি এক হপ্তা খাইনি।
রাজপুত্র তোমাদের মতো সেরা বৌ পাবারই যোগ্য। ঘটে বুদ্ধি থাকলে তোমাদেরই মধ্যে একজনকে বিয়ে করতে চাইবে।
আমি চাকর রাখবো একশ'টা।
আমি রাখবো দু'শো। সিন্‌ডেরেলো যেন দীর্ঘঃশ্বাস ফেলেছে শুনতে পাচ্ছি। ওর দুঃখ হয়েছে জানলে মন খুশি হয়।

ওঃ, কেন তোমরা এত নিষ্ঠুর? তোমাদের খুশি করবার আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি।
ঝলমলে আর জরি আর মুক্তোর সাজ গোজ করে নাচে যেতে ইচ্ছে করে তোর?
না না, ও যেমন আছে তেমনি থাকুক, নইলে ও-ই জিতবে।
ও কেমন তুলো ধরায় জানলে যুবরাজ ঠিক ওর প্রেমে পড়ে যাবে!
হা, হা, হা, সিনডেরেলা কাঁদছে।
তোকে যদি নিয়ে যাই, আমাদের সঙ্গে তোকে দেখলে লোকে বলবে কি?
চুপ! মুলো, গালে আর একটু রং দাও। মনে রেখ, তোমাদের মধ্যেই একজন একদিন দেশের রানী হবে।

সত্যি, আমরা কি রূপসী!
তাড়াতাড়ি করো মেয়েরা, নইলে পৌঁছতে দেরী হয়ে যাবে।
যা, হেঁসেলে যা। হাঁড়িমুখী লক্ষ্মীছাড়ি! সব কাজ সেরে ফেল। সব কটা ঘর ঝাঁট দে আর ভোরের আগেই গোয়ালে গরুকে খাওয়াতে ভুলিস না। সকালে সকালে উঠবি। নইলে মজা টের পাবি!
ওঃ, কি দিনই কাটল। মাথাটা আমার ঘুরছে আর ঘুরছে। তবু কারুর একটু হাসি মুখ দেখিনা। একটা কানা কড়ির জিনিষও ওরা আমায় দেয় না। কোনোদিন একটা খেলনা পাইনা। কখনো কোথাও নেমন্তন্ন খাই নি। কে জানে, ব্যাপারটা কি রকম! বড্ড যেতে ইচ্ছে করছে। শুধু এক মুহূর্তের সুখ। আমায় ভালবাসবে এমন হয়তো কারো দেখা পেতাম! বড় সাধ কেউ আমায় ভালবাসুক!

আমার যেটুকু আনন্দ, তা এখানে, স্বপ্ন দেখা। শিক দিয়ে শুধু আগুনটা নাড়ি। আগুনের আঁচেই যে সুখ ফোটে, সেই সুখ শুধু দেখি।

ওমা! এই যে নাচের আসর!

কি বিশ্রী, মা আর মেয়েরা চাকরদের কুর্নিশ করছে, আর সবাই তাতে হাসছে।

যদিও সবটাই আমার কল্পনা, তবু এ তো ভারী মজা!
না, কল্পনা নয়। যা হচ্ছে তাই সত্যি দেখতে পাচ্ছ।

কে ওখানে? কে কথা বললে?
এই আমার বন্ধু কো কো।
এই যে সিন্‌ডেরেলা!
ওঃ কো কো, আমি যদি পরী হতাম। শুধু শিশির খেয়ে থাকতাম।
তোমার খিদে পেয়েছে সোনা? তোমার চোখ কি রকম লাল! তুমি কাঁদছিলে! কিন্তু আগে, তোমার খাবার ব্যবস্থা করি। কো কো খাবার আনো।
ঐ খাবার আসছে!
ওঃ, ধন্যবাদ ধর্ম-মা, তোমার এত দয়া। তোমাকেও ধন্যবাদ কো কো।

এবার বলো, তোমায় খুশি করতে আর কি করবো?

এ যে বিশ্বাসই হচ্ছে না! আমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছি! দোহাই, আমাকে জাগাবেন না! উঃ
যদি চিমটি লাগে, তবে তুমি স্বপ্ন দেখছ না।
কো কো, একটা কুমড়ো, ছটা সাদা ইদুর, লম্বা গোঁফ ওলা একটা ধেড়ে ইদুর, আর তিনটে টিকটিকি আনো।
একটা কুমড়ো, ছটা সাদা ইঁদুর ও একটা গোঁফ ওলা ধেড়ে ইদুর আর তিনটে টিকটিকি আসছে।
কি আশ্চর্য!
এবার যা দেখবে তার জন্যে তৈরী হও।
আর একটা অদ্ভুত ভেলকি দেখ সিনডেরেলা!

পরী ধর্ম-মা, সেই কুমড়ো, সাদা আর ধেড়ে ইঁদুর আর টিকটিকি গুলোকে ছুঁতেই সেগুলি হয়ে গেল ...

কি দারুন ভেল্কি কো কো! কিন্তু ধর্ম-মা আমার যে জুতো নেই।
ও হ্যাঁ, কোনো সাধারন জুতো নয়। এক জোড়া কাঁচের জুতো দিচ্ছি।
লক্ষ্মী ধর্ম-মা, জীবনে এত সুখী হইনি।
শোনো, রাত বারোটার আগেই রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নইলে এসব মিলিয়ে গিয়ে সব ছেঁড়া জামা দেখা যাবে। মনে রেখো, রাত বারোটা।
আমি ওর সঙ্গে যাব নাকি?
ভালো বলেছ, সঙ্গে যাও।
অন্তর থেকে তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি ধর্ম-মা। ঠিক মনে রাখবো, রাত বারোটা। আসি।

আশাকরি, মহারাজের পা তাড়াতাড়ি সেরে যাবে।
আমার পায়ে কিছু হয়নি। আমি কোনো বিশ্রী দেখতে বড়ঘরের মেয়ের সঙ্গে নাচতে চাই না। সিংহাসনে বসে আমি ঘুমোবো। ছোটরা নাচুক, আনন্দ করুক।
না, এখানে নেই, চারদিক চাইছি। সে সুন্দর মুখ কোথাও দেখছি না।
পরমা সুন্দরী এক রাজকন্যা এ খুনি এলেন। তিনি নাম বলছেন না।
রাজকন্যা অথচ নাম ছাড়া, কে হতে পারে?
আশাকরি সে কুৎসিৎ!
হঠাৎ যুবরাজ স্বপ্নে শোনা সেই সুর শুনতে পেলেন।
এ কি! স্বপ্নে মেয়েটিকে দেখার সময়ে শোনা সুরই ও! সেই-ই তাহলে এসেছে।

যুবরাজ চট করে সিনডেরেলার হাত ধরে নাচের হলে ঢুকলেন। নাচিয়েরা থেমে গেল। বাজনা বন্ধ হল। আর সবাই অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ বাদে একটি মেয়ে বলে উঠল —

ভালবাসার লোক কাছে থাকলে যেমন হয়। সময়টা দেখতে দেখতে কেটে গেল। সিনডেরেলার খেয়ালই হয়নি রাত বারোটা প্রায় বাজে। ভাগ্যে কো কো ছিল মনে করিয়ে দিতে।

বারোটা !

দৌড়োও সিনডেরেলা, দৌড়োও !

ধরো ! ওকে ধরো কেউ !

কো কো, ওদের থামাও, ওরা আমায় ধরে ফেলেছে !

পরদিন যুবরাজ রাজ্যের একমাত্র কাঁচের কারখানায় যাবেন ঠিক করলেন।
বেয়ারা, যা যা বলেছিলাম, কিনেছ?
সবই কিনেছি, শুধু কি যে একটা ভুলে গেছি তা জানি না।
হুম, তেমন দরকারী কিছু নয় বোধহয়। কে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে?
আচ্ছা, দেখছি!
কি? ওই, কে এসেছে?
মনে হচ্ছে কেউ একজন হবে। কারন চেহারাটা কেউ-না-র মতন নয়।
কেউ-না-র মতন যদি না হয়, তাহলে কেউ কেটা হবে। আসতে বল।
এ যে সেই তিনি, যিনি কেউ না হতে পারেন, কিম্বা কেউ-না-যিনি, তিনি কেউ কেটা হতে পারেন।
অ্যাঁ, এ যে যুবরাজ! আহাম্মুক! না, আপনাকে নয় যুবরাজ। এই হতভাগাটাকে বলছি। শোনো সবাই, স্বয়ং যুবরাজ আমাদের দোকানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। তাঁর সম্মানে তোমরা প্রত্যেকে এক একটা বিশেষ কিছু বানাও দেখি। এক দুই, শুরু করো।
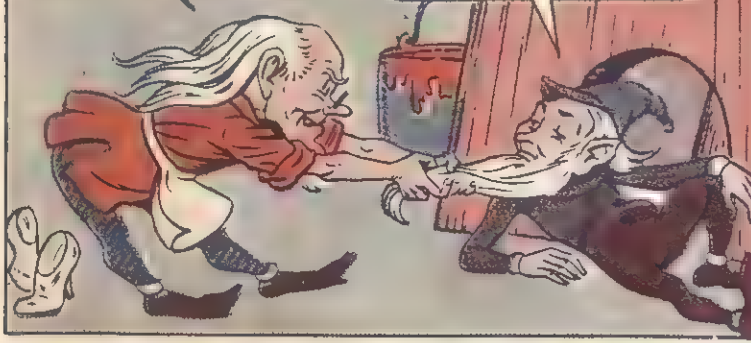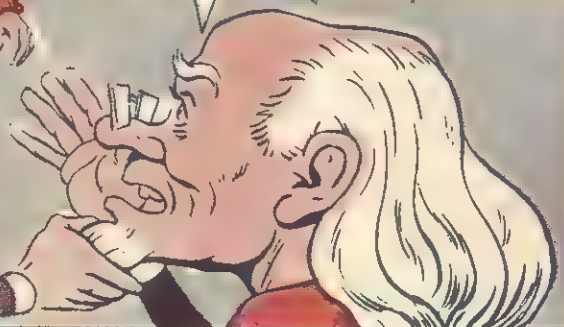
যুবরাজ ঠিক করলেন ঐ জুতো যার পায়ে হয় সেঁ মেয়েকে খুঁজে বার করবার জন্যে রাজ্যের সমস্ত লোকের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরবেন। শেষে একদিন তিনি সুলো, রিকা আর সিনডেরেলার বাড়িতে এলেন।

পা'টা যত পারো ছোট কর।
আমার কোন পা সবচেয়ে ছোট?

ঠিকই হয়েছে, গোড়ালীটা বাদে!
ইস, আজ সকালে এত হেঁটেছি যে পা'টা বেশ চওড়া হয়ে গেল!

এবার মা, তোমার পালা!
আমার পা'টা সুলার চেয়েও ছোট করতে হবে!

গোড়ালীটা না থাকলে চমৎকার এঁটে যেত!
কি অদ্ভুত! নিশ্চয়ই কিছু ভুল হয়েছে!
কোনো বড় মেয়ের পায়েও জুতো হবার নয়। যুবরাজকে খুকী বিয়ে করতে হবে!

কালামুখী, তুই এখানে কেন? নিজের জায়গায় যা, ভাগ!
না, ও থাকুক। বেশ মজা হবে। আমাদের হেঁসেলের রানী জুতোটা পরে দেখুক।
হ্যাঁ হ্যাঁ পরুক। এমন সুন্দর জুতো হেঁসেলের রানীর পায়েই মানায়।

সিনডেরেলা তার সুন্দর গাড়িতে চলে যাবার পর কো কো হাত তালি দিলে।
জেগে ওঠ।
কোথায় গেলে সে? কি তাড়াতাড়ি পালালো! কোন্ দিকে গেলে কেউ কি জানো?
এটা কি? তার জুতো! আমি রাজ্যময় যা ঘোষণা করবো, সবাই শোনো।
এ জুতো যে মেয়ের পায়ে লাগবে, সে গরীব বা বড়লোক যেই হোক, সে হবে আমার স্ত্রী।
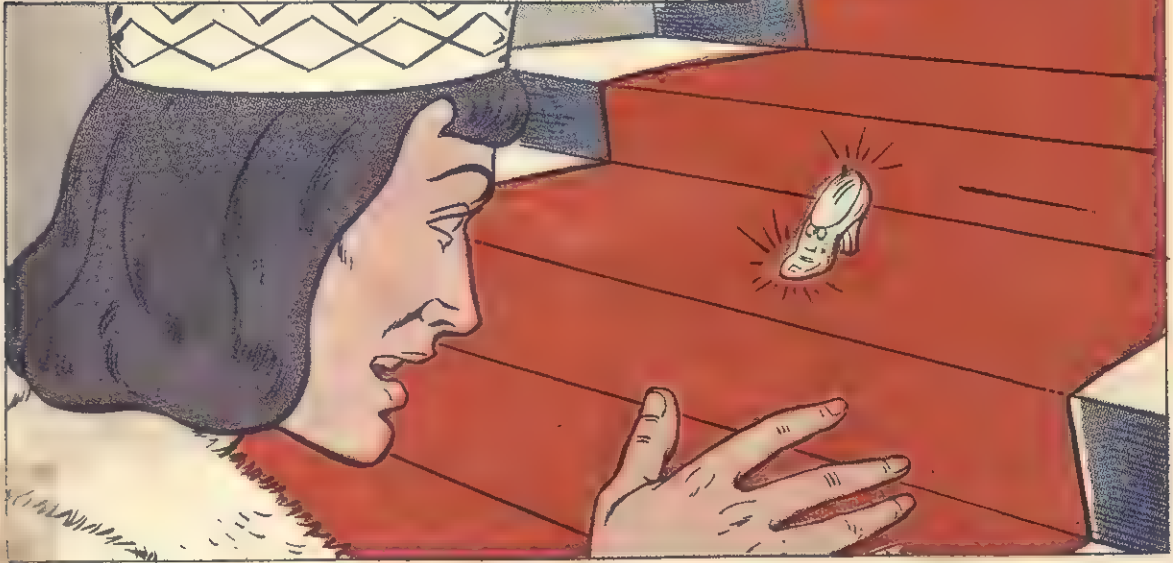
দেখুন যুবরাজ, ঠিক হয়েছে.
এই যে অন্য পাটিটা!

আর ঠিক সময়েই সিনডেরেলার পরী-ধর্ম-মা আবার তাঁর ভেলকি লাগালেন।

এই ত সেই আমার কত আদরের বিয়ের কনে! আমার প্রাণ!

ওঃ, আমাদের ক্ষমা কর লক্ষ্মী বোনটি!
সকলকে আমি ক্ষমা করলাম। বিশ্রী দুঃখের অতীতটাকে ভুলে যাবো। তোমরা দুঃখ দিয়ে ভাল করেছ আমার। কষ্ট কাকে বলে আমি জানি। প্রজাদের অন্তরের কথা আরো ভাল করে বুঝতে পারবো।

এবার তোমরা স্বামী স্ত্রী হলে।
রাজা রানীকে দেখ, কি গর্ব ওঁদের মুখে।
আজ দেশের কি আনন্দের দিন। ভগবান যুবরাজকে আশীর্বাদ করুন।
আর আশীর্বাদ করুন তার মিষ্টি শান্ত বৌরানীকে।
তারপর তারা চিরজীবন সুখে কাটাল।
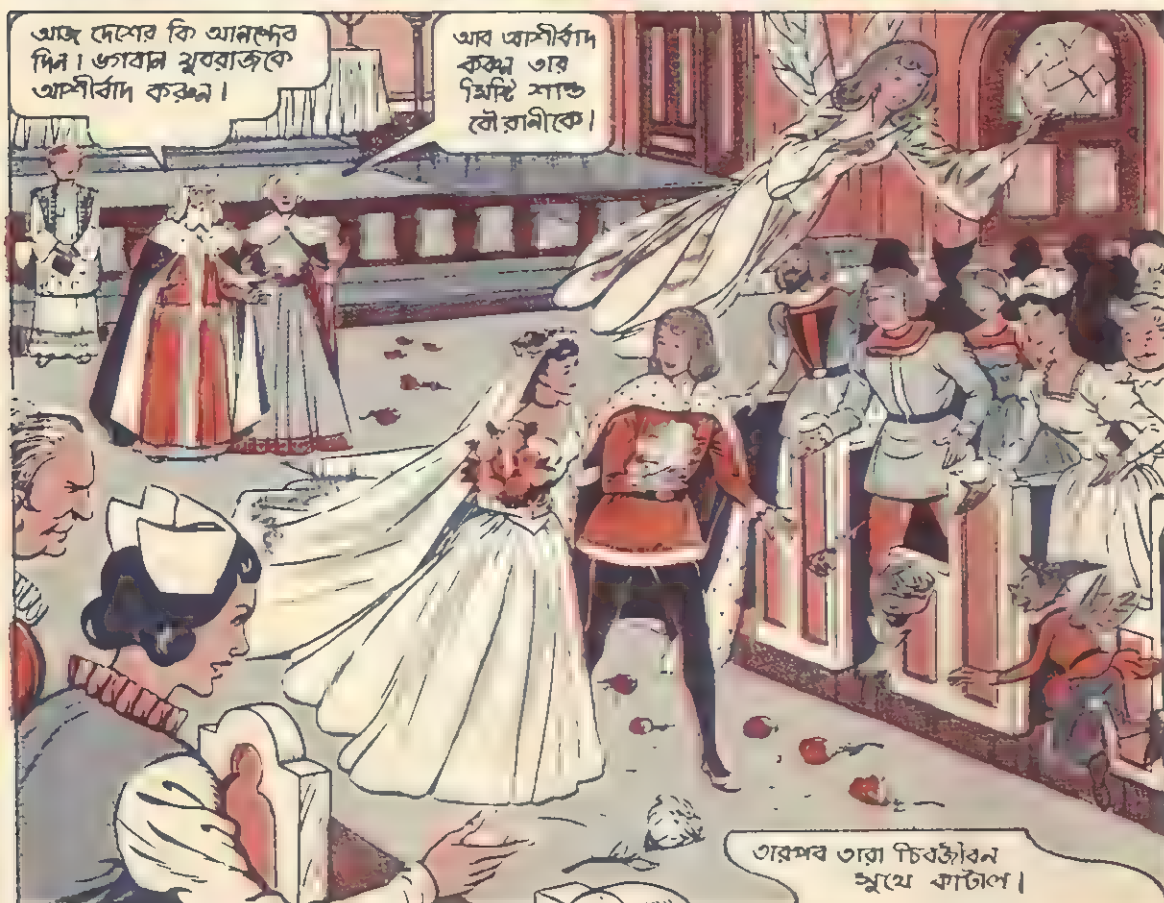
WORLD - FAMOUS CLASSIC PICTURE STORIES

FOR HEALTHY & WHOLESOME ENTERTAINMENT

Published in

- HINDI
- MARATHI
- GUJARATI
- BENGALI
- TAMIL
- TELUGU
- MALAYALAM
- KANNADA

- Jack & The Bean Stalk
- Little Red Riding Hood
- Cinderella
- The Magic Fountain
- Aladdin & His Lamp
- Pinochhio
- The Three Little Pigs
- The Wizard Of Oz
- The Sleeping Beauty
- Snow White & Seven Dwarfs

PRICE : 75 P.

Available at
all book sellers-or at
INDIA BOOK HOUSE,
Dept. M.O. BOMBAY 26.

বড় পান্ডার বাচ্চাদের
হুটোপাটি ডিগবাজী দেখতে
সবচেয়ে মজা লাগে।
তারা যেন জীবন্ত
খেলনা।
বড় জাতের পান্ডা প্রথম ১৮৬৯ তে
আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু প্রথম জীবন্ত ধরা
পড়ে আটষট্টি বছর বাদে ১৯৩৭
সালে।
সাদা কালোতে
ছোপানো পশু
রাজ্যের এই
ভাড় ছোটদের
প্রিয়। পশ্চিম
চীনের এক পাহাড়ী
অঞ্চলে এরা থাকে।
চীনে নিজেদের জায়গায় বড়
জাতের পান্ডারা শুধু কচি বাঁশের
ডগা আর পাতা খায়।
মানুষের বন্দী হয়ে তারা
ভুট্টার মন্ড
খেতে শিখেছে।
সবাই
ভাবে
বড় জাতের
পান্ডা বুঝি ভাল্লুকের জাতি।
তা নয় কিন্তু। ভাম-এর
সঙ্গে বরং তার সম্বন্ধ আছে।

সুশ্রী দাঁতের
পাটীতেই,
মেয়েদের মুখের সৌন্দর্য্য।

COURTSEY W.H.O.

আপনার মুখ—
স্বাস্থ্য ও রোগ
দুইয়েরই
প্রবেশ পথ।

কাজেই বিশেষ
ভাবে উহা কে
রক্ষা করা চাই।

জণ্ডু **ধবলদন্ত**

টুথ পাউডার

আমাদের প্রথম বিজ্ঞানসম্মত প্রসাধন সামগ্রী উৎপাদন। ইহাতে মুখের দুর্গন্ধ নাশ করে, দাঁতকে মজবুত রাখে, সুছচ্ছ ও সমুজ্জ্বল করে।

দন্তক্ষয় রোগে যদি একটী দাঁত একবার আক্রান্তহয় এবং ঐ দাঁতের চিকিৎসা সময়েনা করা যায়, তাহা হইলে সারাদেহে উহার সংক্রামন হইতে পারে।

জণ্ডু ফারমাসিউটিকাল ওয়ার্ক্স লিমিটেড
বম্বে-২৫।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

তিনটে খুদে লোক কলম কিনতে গেল
"গঠন হওয়া চাই চমৎকার!"
"টেঁকে যেন অনেকদিন।"
আর নিবটা যেন মসৃন হয়!"
STORES
Fleet
ফ্লিট এক অপূর্ব কলম,
তার রি-ফিলও —
সঙ্গে আছে প্লাইকল!
ওয়াটুমাল ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ,
"ডেলষ্টার", হিউজেস্ রোড, বোম্বাই-